ইত্তেফাক

তারিখ 12 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চলছে জোড়াতালি দিয়ে

■ নিজামুল হক

দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চলছে জোড়াতালি দিয়ে। প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি আছে; কিন্তু শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য নেই শিক্ষক বা ইনস্ট্রাক্টর। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক নেন ব্যবস্থাপনা বা ইংরেজির ক্লাস। ফলে শিক্ষকের ভোগান্তি যেমন বাড়ছে, তেমনি প্রকৃত শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

সঙ্কট এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, রাজস্ব ও প্রকল্পভুক্ত মোট ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে খালি পড়ে আছে ৬০ শতাংশ শিক্ষকের পদ। অধিকাংশ ইনস্টিটিউটে নেই উপাধ্যক্ষ। পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে ৩১ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। যেখানে শিক্ষকের চরম সঙ্কটে এক শিফটের কার্যক্রমই ঠিকমতো চলছে না, সেখানে ২০টির বেশি ইনস্টিটিউটে চালু করা হয়েছে ডাবল শিফট।

সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে পুরাতন ২০টি রাজস্বভুক্ত। বাকি ২৯টি চলছে কয়েকটি প্রকল্পের অধীনে।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী এক হাজার ৬৯ জন। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক থাকার কথা ৩৭ জন; কিন্তু আছেন মাত্র ৭ জন। অথচ তাদের দিয়েই চলছে দুই শিফটে শিক্ষা কার্যক্রম। এ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা, ইংরেজি, বাংলা বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা বিষয়গুলো পড়ান। প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রদীপ খিসা বলেন, ৭ জন নিয়মিত শিক্ষক আছে। আরো ৭ জন শিক্ষক অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এসে এখানে ক্লাস নেন। তিনি বলেন, শিক্ষক সংকটের কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

দুই-তৃতীয়াংশ পদে শিক্ষক নেই

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকসের অধ্যক্ষ আইয়ুব আলী বলেন, শিক্ষক সংকটের কারণে লেখাপড়া মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। তিনি জানান, এই প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাতে ১২টি শিক্ষকের পদ আছে। এর মধ্যে শূন্য পদ ৩টি। এছাড়া

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

২৪ পৃষ্ঠার পর

নন ক্যাডারের ৮টি পদের মধ্যে ৫টি পদেই শিক্ষক নেই।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৭৫ জন শিক্ষক থাকার কথা; কিন্তু এর মধ্যে ২৩ জন শিক্ষক নেই। কম্পিউটার বিভাগে শিক্ষক থাকার কথা ১০ জন। আছেন ৫ জন। অধ্যক্ষ শওকত উল ইসলাম বলেন, বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নেই।

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ বীর মোশাররফ হোসেন বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে অর্ধেক শিক্ষকের পদই শূন্য।

রাঙামাটিস্থ বাংলাদেশ-সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে সম্প্রতি অবসরে যাওয়া অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে কিছু শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কেন এই সংকট : পিএসসি বা সরকারি কর্ম কমিশন-এর দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এই অবস্থা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তারা বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের এন্ট্রি লেভেলের পদ জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর। পদ শূন্য হওয়ার পর তা পূরণের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পেয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকমিশনে যায়; কিন্তু এই জনবল নিয়োগ হতে তিন বছরেরও বেশি সময় লাগে। এ কারণে এই শূন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অনেকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ নেতৃত্বের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন। তারা বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বর্তমান দুরবস্থা সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব নেই।

অস্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ : পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক সংকট কাটিয়ে উঠতে একটি প্রকল্প থেকে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এই সংখ্যা ৫ শতাধিক বলে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে। প্রকল্প শেষ হলে এই জনবল আর থাকবে না।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহজাহান মিয়া বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনেক পদ শূন্য রয়েছে। পদ শূন্য হলে পিএসসির কারণেই শিক্ষক নিয়োগে বিলম্ব হয়। তিনি বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যাতে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় এ বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পিএসসির সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেছি।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম ইত্তেফাককে বলেন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে; কিন্তু জটিলতা থেকেই যাচ্ছে। তিনি বলেন, পিএসসির নিয়োগ সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতার কারণেই এভাবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের পদসমূহ বিসিএস পরীক্ষা সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় পিএসসির মাধ্যমে জনবল নিয়োগে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয় দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।